গ্রান্ডমাস্টার রাজীব

অনেক বছর ধরেই বাংলাদেশের দাবার ভবিষ্যৎ বলে বিবেচিত এনামুল হোসেন রাজীব অবেশেষে গ্র্যান্ডমাস্টার হলেন। নতুন এই চূড়ায় পা দেয়ার পর তার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

ঃ গ্রান্ডমাস্টার হওয়াকে বলা যায় দাবাড়ুদের জন্য একটা স্বপ্নপূরণই। এই স্বপ্নটা ঠিক কবে থেকে দেখতে শুরু করেছিলেন?

এনামুল হোসেন রাজীব ঃ সিরিয়াসলি দাবা খেলতে শুরু করলে সবাই মনে হয় এই স্বপ্নটা কমবেশি দেখে। আমি সম্ভবত ১৯৯৭ সালের জাতীয় দাবায় এসে জিএম হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করি। সে বছর চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর নিজের মধ্যে একটা বিশ্বাসও তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

ঃ দাবাড়ু হওয়ার গল্পটা কী?

রাজীব ঃ খেলাটার প্রতি ভালোবাসা থেকে। পেশাদার দাবাড়ু হব, সাফল্য পাব, নাম হবে এসব চিন্তা থেকে না। দাবাড়ু হয়েছি স্রেফ দাবা খেলাটা খুব ভালো লাগে, উপভোগ করি, তাই। একেবারে ছোট থাকতে আমাদের পাড়ায় এক বাসায় বোর্ড-ঘুঁটি দেখে ভালো লেগে গিয়েছিল। বাবাকে বললাম, বাবা এক সেট বোর্ড-ঘুঁটি কিনে দিয়েছিলেন। তাই দিয়ে বাবার সঙ্গে খেলতাম। এই করতে করতে দাবাড়ু।

ঃ এ দেশে ক্রিকেটার এমনকি ফুটবলারদেরও তারকাখ্যাতি, অর্থপ্রাপ্তি দাবাড়ুদের চেয়ে বেশি। আফসোস হয় না, দাবুড়া না হয়ে ক্রিকেটার বা ফুটবলার হলে ভালো হতো?

রাজীব ঃ আফসোস হওয়ার সুযোগ নেই। কারণ এই খেলাটা ঠিক সমর্থককেন্দ্রিক খেলা নয়। ফলে ওই প্রাপ্তিগুলো তো কম থাকবেই। আর আগেই বলেছি, কোনো প্রাপ্তির কথা ভেবে দাবাড়ু হইনি। যদি এমন হতো যে, চার-পাঁচটা খেলা থেকে বেছে নিয়ে দাবাড়ু হয়েছি, তাহলে আফসোস হতো।

ঃ বাংলাদেশ প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার পেয়েছে ১৯৮৭ সালে। আর পঞ্চম গ্র্যান্ডমাস্টার এই ২০০৮ সালে। ২১ বছরের তুলনায় সংখ্যাটা কি কম নয়?

রাজীব ঃ আমি বলব, ২১ বছরের হিসাব না করে ১৯৮৭ থেকে ২০০১ সালের হিসাব করা উচিত। এই সময়টা লেগেছে আমাদের দ্বিতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার পেতে। পরের ছয় বছরে তিনজন গ্র্যান্ডমাস্টার পাওয়াটাকে একেবারে খারাপ বলা যাবে না। বড় শূন্যতাটা ছিল নিয়াজ ভাই থেকে জিয়া ভাই পর্বে।

ঃ শূনতাটা কেন ছিল?

রাজীব ঃ সমস্যাটা ছিল, জিয়া ভাইয়েরা পর্যাপ্ত টুর্নামেন্ট খেলতে পারেননি। আপনি অন্যান্য দেশের দাবাড়ুদের দিকে তাকালে দেখবেন, তারা এক বছরে ছয়-সাতটা টুর্নামেন্ট খেলে। ভারতীয় দাবাড়ুরা ইউরোপে একনাগাড়ে টুর্নামেন্ট খেলে। ফলে নর্ম করতে বেশি সময় লাগে না তাদের। আমাদের তো সে সুযোগ একদমই কম। বিদেশে যাওয়ার জন্য টাকার সমস্যা, টাকা জোগাড় করতে পারলেও বেশিদিন একনাগাড়ে খেলার মতো ভিসা পাওয়া যায় না।

ঃ ২০০২ সালে প্রথম নর্ম করার পর আপনার জিএম হতে এত সময় লাগারও কি একই কারণ?

রাজীব ঃ অনেকটা তা-ই। তবে আমি কয়েকবার খুব কাছাকাছি গিয়েও সুযোগ নষ্ট করেছি। ২০০২ অলিম্পিয়াডেই শেষ ম্যাচে জিতলে সরাসরি জিএম হতে পারতাম। কলকাতায় এবার শেষ দুই

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

ম্যাচে আধা পয়েন্ট হলে হয়ে যেত। সর্বশেষ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপেও আধা পয়েন্টের জন্য মিস করেছি। ভাগ্যও বলতে পারেন, আবার পরিস্থিতির কথাও বলতে পারেন। প্রতিপক্ষ এবং খেলার পরিস্থিতি মিলিয়ে হয়নি।

ঃ শেষ পর্যন্ত তো জিএম হলেন। কিন্তু আপনার জিএম হওয়ার মধ্যদিয়ে একটা শূন্যতাও উন্মোচিত হলো। আপনার পর জিএম হতে পারে এমন কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না। এই শূন্যতার কারণ কী?

রাজীব ঃ এর দায় ফেডারেশনকে নিতে হবে। নতুন দাবাড়ু বের করে আনার জন্য কোনো পরিকল্পনা নেই। একটা বিষয় ফেডারেশনকে পরি কার করে বুঝতে হবে, আপনি যদি আট-দশ বছরের প্রতিভাবান দাবাড়ুদের বের করে আনতে, তাদের পরিচর্যা করতে না পারেন; শূন্যতা তৈরি হবেই। সে জন্য আপনাকে অনেক বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্ট করতে হবে। রেজাল্টের আশা না করে তাদের বাইরে খেলার সুযোগ দিতে হবে। কোচিং করাতে হবে। আমি বলছি না, এটা শুরু করলেই দাবাড়ু বেরিয়ে আসবে। কিন্তু এ ছাড়া আর পথও নেই। সারা পৃথিবীর দাবা এই পথে চলছে। আর এ জন্য আপনার অনেক টাকারও দরকার নেই। এই বয়সী বাচ্চাদের প্রশিক্ষণ করানোর মতো দাবাড়ু কিন্তু দেশেই আছেন। আরেকটা কাজ করতে হবে, দাবাকে খানিকটা হলেও জনপ্রিয় করতে হবে।

ঃ দাবা জনপ্রিয় হবে কিভাবে? এই খেলার সঙ্গে দর্শকের সম্পৃক্ততার সুযোগ তো কম...

রাজীব ঃ এ বিষয় নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা কিন্তু হচ্ছে। একটা কাজ এখন প্রায় সব বড় টুর্নামেন্টেই করা হয়। ভেতরে খেলা চলে, বাইরে দর্শক সেটা বড় বোর্ডে দেখতে পান। আর একজন ধারাভাষ্যকার দাবার দৃষ্টিকোণ থেকে খেলার পরিস্থিতি, সম্ভাবনা সম্পর্কে বলতে থাকেন। জার্মানিতে এখন দর্শকদের জন্য আলাদা বসার জায়গা রেখে, তারা যাতে কথাবার্তা বলতে পারেন কিন্তু খেলোয়াড়ের বিরক্তি না হয় সে ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

আমাদের দেশে দাবা বলতে সবাই ক্লাসিক দাবাই বোঝেন। এখন কিন্তু দ্রুত শেষ হয় এমন অনেক ধরনের দাবা হচ্ছে পাঁচ মিনিটের দাবা, বুলেট দাবা ইত্যাদি। ক্রিকেটের টুয়েন্টি টুয়েন্টির মতো আর কি (হাঃ হাঃ হাঃ)। এগুলো করলে মানুষের আগ্রহ বাড়বে।

ঃ এসব ব্যাপার বাস্তবায়ন করতে হলে তো নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে দাবাড়ুদের থাকা উচিত, তাই না?

রাজীব ঃ একবার একটা প্রস্তাব শুনেছিলাম, দেশের শীর্ষস্থানীয় দাবাড়ুদের নিয়ে একটা টেকনিক্যাল কমিটি করা হবে। সেরকম কিছু করা হলে, ওই ফোরামে আমরা এগুলো আলোচনায় আনতে পারতাম। কিন্তু সেরকম কিছুর উদ্যোগ তো আর দেখলাম না।

ঃ আমাদের দাবাড়ুরা প্রায়ই অভিযোগ করেন, সরকার বা ফেডারেশনের কাছ থেকে কোনোরকম সহযোগিতা ছাড়াই এগোচ্ছেন আপনারা। নির্দিষ্ট কি ধরনের সহযোগিতা আশা করেন দাবাড়ুরা?

রাজীব ঃ প্রথমত আর্থিক সহযোগিতা। বাংলাদেশে দাবাড়ুরা বেসরকারি পৃষ্ঠপোষক পান না। ফলে সরকারি সহযোগিতা তাদের পাওয়া উচিত। সর্বশেষ জিয়া ভাই জিএম হওয়ার পর বোধহয় কিছু পেয়েছিলেন। তারপর রিফাত ভাই বা রাকিব কিছুই পায়নি। অথচ ভারতে একজন খেলোয়াড় জিএম হলে নগদ পাঁচ লাখ রুপি আর আইএম হলে তিন লাখ রুপি পুরস্কার পান। এই টাকাটা আর কিছু না হোক বাইরে টুর্নামেন্ট খেলতে সাহায্য করে।

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

আরেকটা ব্যাপার, দাবার ভালো টুর্নামেন্টগুলো সব হয় মধ্য ইউরোপে। ওখানকার দেশগুলো একসঙ্গে বেশিদিনের ভিসা দিতে চায় না। ভাবে, এরা আর ফিরবে না। এ ক্ষেত্রে সরকার যদি ওই দূতাবাসগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে অন্তত শীর্ষস্থানীয় দাবাড়ুদের জন্য দীর্ঘমেয়াদের ভিসাপ্রাপ্তিটা নিশ্চিত করে তো আমাদের খুব উপকার হয়।

ঃ গ্র্যান্ডমাস্টার হয়েই বলেছেন, এই মাইলফলকের চেয়ে বিশ্বকাপে খেলাকে এগিয়ে রাখছেন। একটু ব্যাখ্যা করে বলবেন?

রাজীব ঃ আসলে বিশ্বকাপটা দাবার সর্বোচ্চ আসর। আমার মতো দাবাড়ুর জন্য ওখানে খেলাটাই অনেক বড় ব্যাপার ছিল। এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে বিশ্বকাপে ১০টি স্থানের জন্য লড়াইয়ে শুধু গ্র্যান্ডমাস্টারই ছিল ৩০ জন। আমি আন্তর্জাতিক মাস্টার হয়েও বাছাই পর্ব পার হয়েছি। এরপর প্রথম পর্ব টপকেছি। এই কাজটাও কিন্তু বেশ কঠিন। বিশ্বে অনেক দাবাড়ু আছেন, যারা দুই-তিনবার বিশ্বকাপ খেলেও দ্বিতীয় পর্বে যেতে পারেননি। এখন বিশ্ব জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন যে আহমেদ আদিল, সে তিনবার বিশ্বকাপ খেলেও এখনো দ্বিতীয় পর্বে যেতে পারেননি। তাই বিশ্বকাপের পারফরম্যান্সটাকে আমি এগিয়ে রাখছি।

ঃ দেশে পছন্দের দাবুড় কে?

রাজীব ঃ রিফাত ভাই। ছোটবেলা থেকে ওনার খেলা খুব ভালো লাগে। ওনার খেলার ভেতর এক ধরনের মজা আছে। আপনি খেলা দেখে অনুমান করতে পারবেন না, কি হতে যাচ্ছে বা আসলে রিফাত ভাইয়ের অবস্থাটা কি? খুব অননুমেয় ভঙ্গিতে খেলেন।

ঃ বিদেশি দাবাড়ুদের মধ্যে?

রাজীব ঃ অনেকেই আছেন। তবে সবচেয়ে ভালো লাগে গ্যারি কাসপারভের খেলা। আর মিখাইল তালের খেলাও খুব মজার। এই ভদ্রলোকও রিফাত ভাইয়ের মতো অননুমেয় ভঙ্গিতে খেলেন। সর্বোচ্চ পর্যায়ে এতবড় খামখেয়ালি ভঙ্গির দাবাড়ু দেখা যায় না।

ঃদাবাড়ু রাজীবের শক্তিশালী দিক কী?

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

ঃ বিদেশি দাবাড়ুদের মধ্যে?

রাজীব ঃ অনেকেই আছেন। তবে সবচেয়ে ভালো লাগে গ্যারি কাসপারভের খেলা। আর মিখাইল তালের খেলাও খুব মজার। এই ভদ্রলোকও রিফাত ভাইয়ের মতো অননুমেয় ভঙ্গিতে খেলেন। সর্বোচ্চ পর্যায়ে এতবড় খামখেয়ালি ভঙ্গির দাবাড়ু দেখা যায় না।

ঃদাবাড়ু রাজীবের শক্তিশালী দিক কী?

রাজীব ঃ সবদিকই সমান রাখার চেষ্টা করি। তবে আমাদের দেশে এন্ড গেম সবচেয়ে ভালো জিয়া ভাইয়ের। তার পরই মনে হয় আমার।

ঃ দুর্বল দিক?

রাজীব ঃ ওপেনিং। অনেকে বলে, আমার ওপেনিং ভালো। কিন্তু আমার মনে হয় এখানেই আমার দুর্বলতা। আমি আসলে অনেক ধরনের ওপেনিংয়ে খেলি। এটাই সমস্যা।

ঃ আপনার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে স্মরণীয় খেলা কোনটি?

রাজীব ঃ ১৯৯৮ জোনাল চ্যাম্পিয়নশিপে দিব্যেন্দুর বিপক্ষে একটা ম্যাচ জিতেছিলাম জটিল জটিল কৌশল করে। দিব্যেন্দু কৌশলী খেলোয়াড় হিসেবে বিখ্যাত। ওর সঙ্গে কৌশলে জেতাটা ছিল আলাদা মজার। তবে সবচেয়ে উপভোগ্য ম্যাচ খেলেছি ২০০৬ সালে জাতীয় দাবায় রিফাত ভাইয়ের সঙ্গে। রিফাত ভাইয়ের মতোই একটু অননুমেয় আর খামখেয়ালি খেলছিলাম। কেউ বুঝতে পারছিল না কি হচ্ছে।

ঃ সবশেষে বলুন, এনামুল হোসেন রাজীব কেমন মানুষ?

রাজীব ঃ ভালো মানুষ কি না বলতে পারি না। তবে নিরীহ মানুষ। খুব একটা রাগি না। দাবাকেন্দ্রিক জীবন। এ কারণে পৃথিবীর বেশিরভাগ দাবাড়ুর মতো সামাজিক জীবনযাপন করতে পারি না। এ জন্য সবাই একটু ভুলও বোঝে। প্রায় সারাদিন কম্পিউটারে প্র্যাকটিস করি, ইন্টারনেটে বিদেশী দাবাড়ুদের সঙ্গে খেলি। আড্ডা যা দেই, তাও দাবাড়ুদের সঙ্গেই।

সৌজন্যে ঃ প্রথম আলো

নিউজটি বংলাদেশের খেলা হতে নেয়া।

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com